যায়যায়দিন

তারিখ 24 MAR 2012
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থী পেটানো

অমানবিক ও নিন্দাজনক

দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থী পেটানোর অসুস্থ প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও কিছু শিক্ষক শিক্ষামন্ত্রণালয়ের নির্দেশকে তোয়াক্কা করছেন না। তারা চুনকো অজুহাতে ছাত্রছাত্রীদের অবলীলায় পেটাচ্ছেন। দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শারীরিক শাস্তি নিষেধ করার পরও এক শ্রেণীর অতি উৎসাহী দাম্ভিক ও নিষ্ঠুর শিক্ষক এই অপকর্ম করেই যাচ্ছেন-যা অত্যন্ত নিন্দাজনক। আর এই কাজের মাধ্যমে তারা এক ধরনের বিকৃত আনন্দও পেয়ে থাকেন। তাদের এই অমানবিক কর্মকাণ্ডে আমাদের ভাবতে কষ্ট হয় তারা সন্তানের জনক কিনা এবং জনক হলেও তারা তাদের সন্তানদের প্রতি বাৎসল্য দেখান কিনা। যদি দেখিয়ে থাকেন তবে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি এমন নিষ্ঠুর আচরণ করার কথা নয়। যদি কোনো শিক্ষকের সংসারে অশান্তি থেকে থাকে, অথবা থেকে থাকে ব্যক্তিগত সঙ্কট ও শূন্যতা, কিংবা অর্থ সঙ্কট এবং এর ফলে ওই শিক্ষক মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থও হয়ত থাকতে পারেন। কিন্তু তার মানে এই নয়, ছাত্রছাত্রীদের পিটিয়ে রক্তাক্ত করে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

গত কয়েক দিনে ছাত্রছাত্রী নির্যাতনের বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে যা রীতিমতো উদ্বেগজনক। ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার এক মক্তবের শিক্ষকের বিরুদ্ধে চার বছরের শিশু ছাত্রীকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গাজীপুরের কাপাসিয়ায় শিক্ষকের পিটুনিতে আত্মসম্মানে আঘাত পেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় ষষ্ঠ শ্রেণীর এক ছাত্র। শরীয়ত পুরের গোসাইর হাটে এবং কুড়িগ্রামের চিলমারীতে পেটানো হয়েছে ৪৫ শিক্ষার্থীকে। গোসাইর হাটের ৩৩ শিক্ষার্থীর মধ্যে ১২ শিক্ষার্থীকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। চিলমারীর শিক্ষার্থীদের অপরাধ তারা অ্যাসেম্বলীতে যোগদান করেনি। আর গোসাইর হাটের শিক্ষার্থীদের অপরাধ তারা এশিয়া কাপে শ্রীলংকার বিপরীতে বাংলাদেশ জিতে ফাইনালে উঠেছে এই আনন্দে রঙ মেখে স্কুলে এসেছে এবং উল্লাসে মেতে উঠেছে। এর আগে দুই ছাত্রী স্কুলড্রেস পরে না আসাতে এক শিক্ষিকা তাদের বেদম পিটিয়েছে।

আমাদের কথা হচ্ছে লঘু পাপে শিক্ষার্থীরা কেন গুরুদণ্ড পাবে। যেখানে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সেখানে শিক্ষকরা এ ধরনের অমানবিক কর্মকাণ্ড ঘটানোর সাহস পায় কী করে। আগে ছাত্রছাত্রীরা অন্যায় করলে শিক্ষক শাস্তি দিতেন স্বল্প মাত্রায়। এমনকি গ্রামের একশ্রেণীর অভিভাবক শিক্ষকদের বলতেন আমার সন্তানের হাড় আমার মাংস আপনার। অভিভাবকদের কাছ থেকে এ ধরনের মৌখিক প্রশ্রয় পাওয়ার পরও তখনকার শিক্ষকরা বেশিরভাগ সময়ে ছাত্রছাত্রীদের ধমকাতেন অথবা শাসাতেন বা হালকা শারীরিক শাস্তি দিতেন। কিন্তু পিটিয়ে রক্তাক্ত করে হাসপাতালে পাঠাতেন না। এখন সময় বদলে গেছে। শিক্ষকদের মধ্যে নীতি আদর্শ আর আগের পর্যায়ে নেই। শিক্ষকরা এখন নানা অভিযোগে অভিযুক্ত। তাই সরকারি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও একালের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কেবল পিটিয়ে হাসপাতালেই পাঠাচ্ছেন না, শিক্ষকের বিরুদ্ধে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগও উঠেছে। এটা সামাজিক অসহিষ্ণুতার এক চরম বহিঃপ্রকাশ। একজন শিক্ষকের কাছ থেকে এ ধরনের কর্মকাণ্ড কোনোভাবেই আশা করা যায় না।

একথা সত্য যে শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর। লেখাপড়ার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ যাতে উজ্জ্বল হয় সে ব্যাপারে তারা তৎপর ও অধিক মনোযোগী হবেন। অবশ্যসৃষ্টে মনে হচ্ছে তারা ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানের পরিবর্তে তাদের শাস্তিদানের ব্যাপারে অধিক আগ্রহী। এমন পরিস্থিতি কোনোভাবেই শিক্ষার সহায়ক নয়। এ ব্যাপারে সরকার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে আরো তৎপর হতে হবে। বিশেষ করে সারাদেশে মনিটরিং জোরদার করতে হবে। যেসব শিক্ষক এ ধরনের গর্হিত অপরাধের সঙ্গে জড়িত তাদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে হবে। এ ধরনের অমানবিক ও ন্যক্কারজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে এর কোনো বিকল্প নেই।

যেসব শিক্ষক এ ধরনের গর্হিত অপরাধের সঙ্গে জড়িত তাদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে হবে। এ ধরনের অমানবিক ও ন্যক্কারজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে এর কোনো বিকল্প নেই।